ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭ কলাম ...

ঘটনার ভয়াবহতা সম্পর্কে ভিসি ও প্রোক্টরকে বারবার জানানো হয়

সাক্ষ্য দেওয়ার পর সাংবাদিকদের কাছে ৪ সহকারী প্রোক্টর

কাগজ প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে গত ২৫ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দেওয়া ৪ সহকারী প্রোক্টরের বিবৃতি সম্পর্কিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি তাদের বক্তব্য নয় বলে উল্লেখ করেছেন সংশ্লিষ্ট ৪ সহকারী প্রোক্টর। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ ধরনের কাজকে তারা নিকৃষ্ট হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, উল্লিখিত বিবৃতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের অনুমোদন

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

শামসুন্নাহার হলে পুলিশি বর্বরতার ঘটনায় গতকাল নায়েম ভবনে সাক্ষ্য দিতে আসা পুলিশ ইন্সপেক্টর লুৎফর রহমানসহ অন্য পুলিশ কর্মকর্তারা —ভোরের কাগজ

ঘটনার ভয়াবহতা সম্পর্কে ভিসি ও প্রোক্টরকে

● প্রথম পাতার পর

এবং অনুমতি ছাড়াই প্রচার করেছে। বিবৃতির অনেক তথ্য এবং বক্তব্যের সঙ্গে তাদের সুস্পষ্ট ভিন্নমত রয়েছে বলে সহকারী প্রোক্টরগণ উল্লেখ করেন।

গতকাল বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের কাছে তাদের লিখিত বক্তব্য প্রদান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তারা কথা বলেন।

সহকারী প্রোক্টর অধ্যাপকনাজমুল আহসান কলিম উল্লাহ, মহাম্মদ সফি উল্লাহ ও ড. আব্দুস সবুর মোল্যা বলেন, শামুসন্নাহার হলের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করছেন, তারা আমাদের নামে বিবৃতি পাঠিয়েছেন পত্রিকা অফিসে এমনকি ঐ বক্তব্য বিভিন্ন শিক্ষকদের বাসায়ও বিলি করা হয়েছে।

তারা বলেন, ২৩ জুলাই রাতে শামুসন্নাহার হলে সংঘটিত ঘটনার ভয়াবহতা সম্পর্কে প্রোক্টর এবং উপাচার্যকে অসংখ্যবার ফোন করলেও তারা একবারের জন্য হলে আসেননি।

সহকারী প্রোক্টরগণ বলেন, ছাত্রীদেরকে গ্রেপ্তার করার বিষয়ে প্রোক্টর ড. নজরুল ইসলামকে ফোন করা হলেও তিনি বিষয়টি দেখবেন এবং আমরা খুব ক্লান্ত বিধায় আমাদেরকে বাসায় চলে যেতে বলেন।

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির কাছে লিখিত বক্তব্যে ড. নাজমুল আহসান কলিম উল্লাহ ছাত্রীদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের বিষয়ে কোনোকিছু উল্লেখ করেননি। তবে ২৩৫ নম্বর রুমে দুজন পুরুষ পুলিশ কর্মকর্তার প্রবেশের বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, কয়েক ঘণ্টা ধরে আমরা এখানে অবরুদ্ধ ছিলাম। রাত আনুমানিক ৩টায় ব্যাপক চিৎকার, দৌড়াদৌড়ির শব্দ শুনতে পাই এবং লক্ষ্য করি ২৩৫ নম্বর কক্ষের সামনে থেকে ছাত্রীরা দৌড়ে চলে যাচ্ছে।

তিনি তার লিখিত বক্তব্যে আরো বলেছেন, এ সময় বারান্দায় এসে নিচে তাকিয়ে দেখি সামনের বিল্ডিং-এ ছাত্রীরা পুলিশের তাড়া খেয়ে যার যার কক্ষে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। এরপর ২য় তলা থেকে নেমে প্রভোষ্ট অফিসে চলে আসি।

অধ্যাপক কলিম উল্লাহ বলেন, মূল গেটে এসে আমরা পুলিশের কাছে জানতে পারি পুলিশ কিছু ছাত্রীকে আটক করেছে। কিছু ছাত্রীকে থানায় নিয়ে গেছে। আরো কিছু ছাত্রীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুলিশ ভ্যানে উঠিয়েছে। আমরা ভ্যানের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। এ সময় প্রোক্টরকে ফোন করলে তিনি বিষয়টি দেখবেন বলে আমাদের বাসায় চলে যেতে বলেন।

অপর সহকারী প্রোক্টর সফি উল্লাহও ঐ রাতের ঘটনা সম্পর্কে প্রায় একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন।

তদন্ত কমিশনকে ৪ সহকারী প্রোক্টর যুক্তভাবে তাদের লিখিত বক্তব্য দিতে চাইলেও কমিশন প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে তাদের বক্তব্য কমিশনের কাছে জমা দিতে বলেন।

'ঘটনা ঘটেছে অনেক ওপরের নির্দেশে'

সাক্ষ্য দিতে এসে ভোরের কাগজকে বললেন ওসি লুৎফর ❑ সহকারী প্রোক্টররা সব ঘটনার নায়ক

কাগজ প্রতিবেদক : রমনা থানার সদ্য বদলিকৃত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফর রহমান শামুন্নাহার হলে ২৩ জুলাই গভীর রাতে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন, 'ঘটনা ঘটেছে অনেক ওপরের নির্দেশে। আমরা তো আর সেসব কথা বলতে পারি না। তাছাড়া সহকারী প্রোক্টররা হচ্ছেন সব ঘটনার নায়ক।'

রমনা থানার বিদায়ী ওসি লুৎফর গতকাল তদন্ত কমিশনের কাছে সাক্ষ্য প্রদান শেষে ভোরের কাগজের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, প্রোক্টররা ঠিকমতো কাজ করলে ঐ রাতে কিছুই ঘটতো না। ঐ রাতের ঘটনা সম্পর্কে তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করুন। তিনি আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসিই তো সর্বেসর্বা। তার কথা ছাড়া কিছুই হয় না। প্রসঙ্গত শামুন্নাহার হলের ঘটনায় তাকে রমনা থানা থেকে অন্যত্র বদলি করা হয়।

ওসি লুৎফর রহমান বলেন, ঐ রাতে তার জানামতে

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

'ঘটনা ঘটেছে অনেক ওপরের নির্দেশে'

● প্রথম পাতার পর

তিনি এবং অন্য ৩ জন পুরুষ পুলিশ ২৩৫ নম্বর রুমে ছিলেন। এরা হলেন, ইমার্জেন্সি অফিসার এসআই সাত্তার, পেট্রোল ইন্সপেক্টর (পিআই) হামিদ উদ্দিন ও সার্জেন্ট আনোয়ার। ছাত্রীদের কারা আটক করেছে? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমরা করিনি। ২৩৫ নম্বর রুমে রাত ৪টা পর্যন্ত অবস্থান করার কথা উল্লেখ করে লুৎফর রহমান বলেন, পুলিশ কর্তৃক ছাত্রী নির্যাতনের বিষয়টি আমরা চোখে দেখিনি তবে রুমে বসে চিৎকার এবং মেয়েদের দৌড়ানোর শব্দ শুনেছি। তিনি বলেন, এক পর্যায়ে আমাদের রুমের সামনে অবস্থান নেওয়া ছাত্রীরা পালিয়ে যেতে থাকে। রাত ৪টায় আমরা রুম ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসি।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির ২০৫ নম্বর কক্ষে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের সাক্ষ্য গ্রহণের পঞ্চম দিনে গতকাল মোট ৮ জন পুলিশ কর্মকর্তা সাক্ষ্য প্রদান করেন বলে কমিশন সূত্রে জানা যায়। এরা হলেন— রমনা জোনের এসি মোরশেদ, এসআই তোফাজ্জেল, ইন্সপেক্টর আনোয়ার হোসেন, রমনা থানার সাবেক ওসি লুৎফর, এসআই রোকেয়া, আলালউদ্দিন এবং নুরুল হক।

তদন্ত কমিশনে গত ৫ দিনে ৩৩ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। এ ছাড়া এ পর্যন্ত মোট ৪৮ জন তাদের লিখিত বক্তব্য তদন্ত কমিশনের কাছে জমা দিয়েছেন। গতকালও সাক্ষ্য দিতে আসা পুলিশের কর্মকর্তারা শামসুন্নাহার হলে পুলিশের প্রবেশ এবং ঐ রাতের ঘটনা প্রসঙ্গে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন।

ওসি লুৎফরের পর গতকাল সাক্ষ্য দিতে আসা এসআই সাত্তারও স্বীকার করেছেন হলে পুরুষ পুলিশ প্রবেশের বিষয়টি। তবে তিনি বলেছেন, রুম থেকে বাইরে কোনো চিৎকার, বা শব্দ তিনি অনুভবই করতে পারেননি। ২৩৫ নম্বর রুমে আমরা অবরুদ্ধ ছিলাম। ওসি লুৎফর এবং এসআই রোকেয়া বলেছেন, আমরা ২৩৫ নম্বর রুমে ছাত্রীদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিলাম। তবে বাইরের চিৎকার, দৌড়াদৌড়ির শব্দ পেয়েছি। অপরদিকে সাত্তার বলেছেন, এ ধরনের কোনো শব্দ পাইনি। ২৩৫ নম্বর রুমে অবরুদ্ধ থাকার বিষয়টি তাঁরা সকলে বললেও ওসি লুৎফর একই সঙ্গে আবার এটাও বলেছেন যে, রাত আড়াইটায় ২৩৫ নম্বর রুমে এসি মোরশেদ প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন সময়ে তিনি রুমের ভেতরে ও বাইরে যাওয়া-আসা করেছেন।

গতকাল সাক্ষ্য দিতে আসা এসি মোরশেদ সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়ে কোনো প্রকার কথা বলতে রাজি হননি। শামসুন্নাহার হলে সংঘটিত ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ওপরের নির্দেশ আছে কিছু না বলার জন্য। যা বলার পরে বলবো একথা বলে তিনি দ্রুতপায়ে গাড়িতে উঠে চলে যান।

এসআই রোকেয়া সাক্ষ্য প্রদানের আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলপকালে বলেন, আমি রাত ১২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ২৩৫ নম্বর রুমে অবরুদ্ধ ছিলাম। হলে পুরুষ পুলিশ প্রবেশ করেছে কিনা দেখেনি। তবে আমাদের সঙ্গে কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন। মেয়েদের মারধরের বিষয়টি তিনি দেখতে পাননি বলে জানান।